নকল সরবরাহের অভিযোগে চার শিক্ষকসহ আটক ১০

আমতলী (বরগুনা) সংবাদদাতা

প্রকাশ : ০৭ মে ২০২৩, ১৮:৪২

বরগুনার তালতলীতে নকল সরবরাহের অভিযোগে চার শিক্ষক ও তাদের সহযোগীসহ ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৭ মে) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সিফাত আনোয়ার টুম্পা হারুন অর রশিদ নামে এক শিক্ষকের বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

আটকরা হলেন কড়ইবাড়িয়া এতিম মঞ্জিল বালিকা দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক নাজমুল হাসান ও শিক্ষিকা ফাহিমা আক্তার, বালিয়াতলী দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক জামাল উদ্দিন, মনোয়ার হোসেন ও তাদের সহযোগী ইয়ামিন, সাফামনি, ফজিলা, ওবায়দুল, কামাল ও শাহনেওয়াজ।

জানা যায়, উপজেলার তালতলী ছালেহিয়া আলীম মাদ্রাসার কেন্দ্র সচিব অধ্যক্ষ মাওলানা হারুন অর রশিদ এসএসসি পরীক্ষার শুরু থেকে নকল সরবরাহ করছেন। রোববার গণিত পরীক্ষার আগে মাদ্রাসার পাশে তার বাসায় প্রশ্ন সরবরাহ করে তা সমাধান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিফাত আনোয়ার টুম্পা হারুন অর রশিদের বাসায় অভিযান চালায়। এ সময় নকল সরবরাহের সঙ্গে জড়িত থাকায় অভিযোগ ৪ শিক্ষকসহ ১০ জনকে আটক করে তাদেরকে তালতলী থানায় সোপর্দ করা হয়।

তালতলী থানার ওসি (তদন্ত) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, ইউএনও পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে চার শিক্ষকসহ ১০ জনকে আটক করে হস্তান্তর করেছেন। এদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

তালতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিফাত আনোয়ার টুম্পা বলেন, নকল সরবরাহের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে চার শিক্ষকসহ ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের পুলিশে হস্তান্তর করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে আমতলী উপজেলার বন্দর হোসাইনিয়া ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে দায়িত্ব অবহেলা ও নকল সরবরাহে সহযোগিতার অভিযোগে ৮ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কৃতরা হলেন মাহমুদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মো. ফরিদুল ইসলাম, আমতলী বন্দর হোসাইনিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আফরোজা আকতার, গুলিশাখালী দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক খাইরুজ্জামান, পশ্চিমচিলা আমিনিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হুমায়ুন কবির, উত্তর টেপুড়া এলাহিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক রুহুল আমিন, রহমতপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক নজরুল ইসলাম, তক্তাবুনিয়া নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার আব্দুল করিম ও মাহমুদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক নুরুল ইসলাম।

আমতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম বলেন, দায়িত্ব অবহেলা ও নকল সরবরাহের অভিযোগে ৮ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।